দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অনুবন্ধ

বিধায়ক

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এবার অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। পরীক্ষায় পাস-ফেল অবশ্যই আছে। যারা কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা ভবিষ্যতে কে কি হতে চায়, অর্থাৎ তাদের লক্ষ্য স্থির করেছে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সচিত্র প্রতিবেদনে তা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যারা অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের ব্যথা-বেদনার খবর হয় তো কেউ রাখেনি। তবে, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার খবর পেয়ে কোন দুর্বলমতি ছাত্র-ছাত্রী আত্মহত্যা করে পত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। অতীতে প্রায় প্রতি বছর যেমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, তেমনি এবারও অনুরূপ ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। সুতরাং পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের বিষয়টি আনন্দ-বিষাদে ভরা। হয়তো আগামী দিনগুলোতে তা অব্যাহত থাকবে। কাজেই এ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই না। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পাসের হার। এবার চারটি শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ভিন্ন ভিন্ন। এবার ঢাকা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১৯ হাজার ৫শ' ১ জন। সর্বমোট উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ২৯ হাজার ৭শ' ৪৯ জন। এতে পাসের হার হচ্ছে ৫৯ দশমিক ১১ জন। ঢাকা বোর্ডে এবার প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৬৯ হাজার ৪শ' ৭ জন।

কুমিল্লা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মোট ১ লাখ ৬২ হাজার ৮শ' ৭৭ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৭ হাজার ৫৫ জন। পাসের হার ৬১ দশমিক ৮৬ জন। এই বোর্ডে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪৯ হাজার ১শ' ৩১ জন।

যশোর বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩৪ হাজার ৩শ' ১ জন। পাস করেছে ৮৫ হাজার ৬শ' ১৭ জন। পাসের হার ৬৩ দশমিক ৭৫ জন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৫ হাজার ৮শ' ৩৩ জন।

রাজশাহী বোর্ডে পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪৫ হাজার ২শ' ২৯ জন। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৮৮ হাজার ২শ' ৮১ জন। পাসের হার ৬০ দশমিক ৭৮ জন। এ বোর্ডে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৯শ' ৪৪ জন।

এতে দেখা যাচ্ছে, দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি পরীক্ষায় সর্বমোট ৬ লাখ ৬১ হাজার ৯শ' ৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ৪ লাখ ২ হাজার ৪শ' ২ জন পরীক্ষার্থী সফলকাম হয়েছে। এই উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১ লাখ ৯২ হাজার ৩শ' ১৫ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছে। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকেই মেধা তালিকা তৈরী করা হয়েছে। যারা প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে নিয়মিত লেখা-পড়া করেছে, তারাই পরীক্ষায় সুনাম অর্জন করেছে। আজ তারা স্কুল জীবনের গণ্ডি পার হয়ে বৃহত্তর শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। কলেজ জীবনের গণ্ডিতে পা রেখে তারা হয়তো নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবে— এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে যে বিষয়টি তাদের কাছে পীড়াদায়ক হবে, তা হচ্ছে— শিক্ষার পরিবেশ। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আজকাল শিক্ষার পরিবেশ নেই। অথচ, আমাদের মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা উন্নত জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে বিশেষতঃ মানুষ হওয়ার আশা নিয়ে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে [illegible] প্রবেশ করে। কিন্তু লাশ হয়ে ফিরে যায়। যেসব ছেলে-মেয়েরা মেধা তালিকায় স্থান পায়, তারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে দেশের কল্যাণে ব্রতী হলে, তারা দেশকে অনেক কিছু দিতে পারবে— দেশবাসী যেমন এ আশা পোষণ করে, তেমনি ছেলে-মেয়েরাও এ আশা [illegible] এসব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। আর তাদের গর্বিত পিতা-মাতা সন্তানদের সাফল্যে গর্ববোধ করবে— তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষেত্রে এই মেধাসম্পন্ন ছাত্রের যদি হয় অপঘাতে মৃত্যু, তা হলে তাদের পিতা-মাতার আহাজারি থামবার নয়। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি, নিরাপত্তা বিধান করে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বিগত বছরগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে যেভাবে অস্ত্রের ঝনঝনানি চলছে, তা কোথা থেকে কারা সরবরাহ করছে, সম্ভবতঃ তা কারো অজানা নয়। যে কোন মূল্যে সেসব অস্ত্র সরবরাহের উৎসমূল বন্ধ করতে হবে। তা না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা আদৌ সম্ভব হবে না। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কঠোর হাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অশান্ত পরিস্থিতি দমন করতে হবে। তা হলেই আমাদের মেধাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েরা তাদের মেধার যথার্থ স্ফুরণ ঘটাতে পারবে।

এ ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করতে হয়। অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও কম নয়। স্মর্তব্য যে, দেশের ধনী লোকের ছেলে-মেয়েরাই কেবল এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে না, বহু গরীব মা-বাবার ছেলে-মেয়ে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তারা নিজেদের চরম অভাব-অনটনের মধ্যে থেকেও ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার খরচ বহন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে যদি ছেলে-মেয়েরা অকৃতকার্য হয়, [illegible] হলে দ্বিতীয় দফা পরীক্ষা [illegible] করার সামর্থ [illegible]

অথচ, পরীক্ষার মার্কশীট তোলা হলে দেখা যায়, অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা মাত্র দু'এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। অন্ততঃ দু'একটি বিষয়ে যারা অকৃতকার্য হয়, তাদের জন্য রেফার্ড ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষা চলাকালে এরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায় যে, ভাল ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আশানুরূপ পরীক্ষা দিতে পারেনি বা যে কোন কারণবশতঃ দু'এক বিষয়ে ফেল করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে তারা রেফার্ড সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে জীবন গড়ার পথে এগুতে পারে। আমাদের মনে হয়, এটি একটি মানবিক দিক। অতীতেও রেফার্ড পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। যারা দু'এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে প্রবেশ করার লক্ষ্যে এ সুযোগ দেয়া সঙ্গত। আর যদি কেউ রেফার্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে না চায়, তা হলে তাদেরকে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের অধিকার দিতে হবে। প্রতি বছর লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে অনেকে শিক্ষা জীবন থেকে চির বিদায় গ্রহণ করে। কিন্তু মানবিক কারণে তাদেরকে এ সুযোগ দেওয়া হলে, তারা পরবর্তী শিক্ষা জীবনে ভাল ফল লাভ করতে পারে। অতীতে এমন সব ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে দেশে উচ্চ শিক্ষার যেভাবে হ্রাস পাচ্ছে, তাতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা একান্ত কর্তব্য। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে পাসের হার যা দেখা যাচ্ছে, তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। পাসের হার আরো বৃদ্ধি করে উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করা কর্তব্য। দেশে শিক্ষিতের হার যত বৃদ্ধি পাবে [illegible] মঙ্গলজনক। অথচ, আমাদের দেশে শিক্ষার হার আশংকাজনকভাবে [illegible] পাচ্ছে। এ অবস্থায় [illegible]